স্বাধীনতার চেতনা ও উন্নয়ন সহায়তার স্থানীয়করণ:

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে চাই স্থানীয়করণ

২৬ মার্চ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এই দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিলো আমাদের স্বাধীনতার লড়াই, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই মাটির দামাল সন্তানেরা, আর সেই ঝাঁপিয়ে পড়ার পিছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে কয়েকটি চেতনা। মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনাসমূহই আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে, আমাদের জাতীয়তাবাদ, মানব মুক্তির ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা ছিলো মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা যা পরে পরিণত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসেবে।

স্বাধীনতা কেন কাঙ্ক্ষিত? কার্যকর স্বাধীনতা কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ও যুক্তিসঙ্গত বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। স্বাধীনতা মানে যা খুশি তাই করা নয়, স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতাও নয়। স্বাধীনতা মানে একটি নির্দিষ্ট কাঠামো, যা সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে, যাতে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিছু নির্দিষ্ট অধিকার পেতে পারে, এবং প্রয়োজনে যুক্তিসঙ্গত বিকাশের লক্ষ্যে রাষ্ট্র বা সমাজের পক্ষ থেকে সহযোগিতা পেতে পারে।

১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা লাভের পরপরই যুদ্ধ বিধ্বস্ত জাতি গঠনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ডাকে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বা এনজিও। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে সেই চেতনাগুলোকে বুকে ধারণ করে এই দেশে বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আজ বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, তৃণমূলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়াসহ নানা ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি এনজিও ও বিভিন্ন বেসরকারি ব্যক্তি ও উদ্যোগের ভূমিকা ও অবদান সুস্পষ্ট।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে এসে দেশের এনজিওগুলো মুখোমুখি নানা সংকটের। কোভিড এবং চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে দেশে উন্নয়ন সহযোগিতা কমে এসেছে। যে সহযোগিতা আসছে তাতে বাংলাদেশের স্থানীয় এনজিও বা

কার্যকর স্বাধীনতা কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ও যুক্তিসঙ্গত বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। স্বাধীনতা মানে যা খুশি তাই করা নয়, স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতাও নয়। স্বাধীনতা মানে একটি নির্দিষ্ট কাঠামো যা, সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে, যাতে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিছু নির্দিষ্ট অধিকার পেতে পারে, এবং প্রয়োজনে যুক্তিসঙ্গত বিকাশের লক্ষ্যে রাষ্ট্র বা সমাজের পক্ষ থেকে সহযোগিতা পেতে পারে।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণও কমে যাচ্ছে আশংকাজনকভাবে। বৈদেশিক সহায়তা অনেক ক্ষেত্রে আবার অন্তরায় তৈরি করছে স্বাধীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বিকাশে, কারণ এসব বৈদেশিক সহায়তা আসে প্রধানত প্রকল্প ভিত্তিক, এগুলোতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানীয় বাস্তবতার আলোকে, স্থানীয় মানুষের প্রয়োজনেও স্বাধীনভাবে ব্যবহারের সুযোগ থাকে না। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি, বিকাশ এবং দক্ষতা নির্মাণে বৈদেশিক সহায়তা প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে প্রায় রুদ্ধ স্বাধীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার পথ।

এটা এখন বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোই স্থানীয় সংকট মোকাবেলায় সবচাইতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এরই জন্য প্রয়োজন স্থায়িত্বশীল স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থ সহায়তা প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভীষণভাবে অবহেলা করা হচ্ছে। যেমন বিশ্বজুড়ে প্রবাহমান মানবিক অর্থ সহায়তার মাত্র ২% সরাসরি স্থানীয় সংস্থাগুলিতে যায়। অথচ স্থানীয় সংস্থাগুলি প্রায়শই স্থানীয় পরিস্থিতি খুব দ্রুত এবং সঠিকভাবে বুঝতে পেরে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে। এ কারণেই উন্নয়ন ও মানবিক অর্থ সহায়তার স্থানীয়করণের দাবি উঠে এসেছে।

জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থাসমূহ সাম্প্রতিক সময়ে স্থানীয়করণের উপর জোর দিয়েছে। তৈরি হয়েছে গ্র্যান্ড বারগেইন, যা মানবিক সহায়তার কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ। এটি স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য অর্থ সহায়তার প্রবাহ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেয়।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে চেতনা বাস্তবায়নে উন্নয়ন ও মানবিক অর্থ সহায়তার স্থানীয়করণ ত্বরান্বিত করা জরুরি। কারণ এর মাধ্যমে স্থানীয় এনজিও এবং সুশীল সমাজ গড়ে তোলা, এদের বিকাশ ও বৃদ্ধি করা সম্ভব। আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্থায়িত্বশীল স্থানীয় প্রতিষ্ঠান অবশ্যই স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে শক্তিশালী ও কার্যকর উপকরণ হতে পারে।

স্থানীয়করণ মানে হলো মাঠ পর্যায়ের উন্নয়ন এবং

উন্নয়ন হোক বা মানবিক সহায়তাই হোক, মাঠ পর্যায়ের সকল পর্যায়ে সামনে রাখতে হবে স্থানীয়দেরকে। স্থানীয় সুশীল সমাজ ও সংগঠনগুলোর জন্য নিশ্চিত করতে হবে সত্যিকার স্বাধীনতা, মর্যাদা দিতে হবে তাঁদের স্বাতন্ত্র্যকেও।

মানবিক কার্যক্রমে স্থানীয়দের নেতৃত্ব। শুধু এনজিওদের অর্থ দেওয়াই স্থানীয়করণ নয়, স্থানীয়করণ হলো স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় ব্যক্তি-প্রশাসনের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এই পদ্ধতিটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি নিশ্চিত করে যে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ তাঁর চাহিদা ও সময়মতো উপযুক্ত পদ্ধতিতে সহায়তাটা পেয়েছে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা এটা কার্যকরভাবে করা সম্ভব।

সাহায্যের স্থানীয়করণ স্থানীয় সংস্থাগুলির সার্বভৌমত্বকে সম্মান করে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির নিজস্ব এজেন্ডা থাকতে পারে, যা অনেকক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। সাহায্যের স্থানীয়করণ স্বীকার করে যে স্থানীয় সংস্থাগুলির স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে অধিকতর যথার্থ ধারণা রয়েছে এবং তারা খুব দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনটা বুঝতে পারে।

স্থানীয়করণ উন্নয়ন এবং মানবিক সহায়তার স্থায়িত্বশীল ফলাফল নিশ্চিত করতে পারে। আমাদের এমন কিছু স্থানীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার, যারা এক পর্যায়ে নিজেদের আয়োজনেই দীর্ঘমেয়াদে সমাজে ও রাষ্ট্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আর এ জন্য আমাদের প্রয়োজন স্থানীয়করণ। উন্নয়ন হোক বা মানবিক সহায়তাই হোক, মাঠ পর্যায়ের সকল পর্যায়ে সামনে রাখতে হবে স্থানীয়দেরকে। স্থানীয় সুশীল সমাজ ও সংগঠনগুলোর জন্য নিশ্চিত করতে হবে সত্যিকার স্বাধীনতা, মর্যাদা দিতে হবে তাঁদের স্বাতন্ত্র্যকেও।

participates in survival strategies of coastal poor
COAST Foundation

BDCSO PROCESS

CCNF Cox's Bazar CSO-NGO Forum

জাতীয় সচিবালয়
বাড়ি ১৩, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭